ঠাকুরের প্রিয়দাস, দেওড়া গ্রামেতে বাস,
নামেতে প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ।
ল'য়ে ছয় হাঁড়ি দধি, গিয়াছিল ওড়াকান্দী,
উপনীত হইয়া সন্তোষ।।
কহিছেন হরিচাঁদ, 'কি ক'রেছ রে! প্রহ্লাদ,
ক্ষীর কি মাখন আন নাই।
সাধুসেবা হ'বে হেথা, শুনিয়াছ এই কথা,
তোর দধি বড় ভাল খাই।।'
ঘোষ কহে হ'য়ে নত, 'মেয়েরা এনেছে ঘৃত,
সেই ঘৃত এবে হবে ব্যয়।
এই সেবা হোক শেষ, ক্ষীর মাখন পায়স,
আমি দিব বৈকালী সেবায়।।'
ছয় হাঁড়ি দধি ছিল, দুই হাঁড়ি মথি নিল,
মাখন তুলিল সে সময়।
কতকাংশ জ্বাল দিয়া, সদ্যঃ ঘৃত বানাইয়া,
উঠাইয়া রাখিল শিকায়।।
মেয়েদেরে দেয় দুগ্ধ, জ্বালাইয়া করি স্নিগ্ধ,
ক্ষীর বানাইল কতকাংশে।
দিয়া মালাবতী স্থলে, বলে 'লহ, মা! বৈকালে,
দিও ঠাকুরের সেবারসে।।
হইল পরিবেশন, যত সব সাধুগণ,
প্রভু প্রতি হরিধ্বনি দিয়া।
উত্তম ভোজন করি, সবে বলে হরি হরি,
আচমন করিল উঠিয়া।।
যে যে দ্রব্য এনেছিল, সিকিমাত্র ব্যয় হ'ল,
আর সব রহিল পড়িয়া।
প্রভু কন "মালাদেবী, তুমি পরমা বৈষ্ণবী,
এই সব দ্রব্য রাখ নিয়া।।
যতনে না কর ত্রুটি, আমরা যাইব কুঠি'
সাধু ভক্তগণ এইসব।
সবে ল'য়ে সমিভ্যরে, রাত্রি এসে তব ঘরে,
পুনশ্চ করিব মহোৎসব।।
সাধ্বীগণ একতরে, সবে বসি এক ঘরে,
চিন্তা কর মঙ্গল আমার।
ঠাকুরের কুঠি যাত্রা, শেষ লীলা শুভবার্তা,
কহে দীন রায় সরকার।।

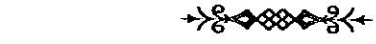

কুঠিতে নাম সংকীর্ত্তন

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ল'য়ে দয়াল ঠাকুর।
চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনাসুর।।
মৃদ্ধৌত মার্জ্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।
অর্দ্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল।।
উড়েছে চিকুর যেন ঠিক ব্যোমকেশ।
চলিল কবরী ছাড়ি বিশে দরবেশ।।
আগে যায় বিশ্বনাথ নাচিয়া নাচিয়া।
তার পিছে নেচে যায় গোবিন্দ মতুয়া।।
মাঝে মাঝে গোবিন্দ মতুয়া দেয় লম্ফ।
জ্ঞান হয় তাহাতে হ'তেছে ভূমিকম্প।।
পাগলের দল যায় তার আগে আগে।
হীরামন যায় ঠাকুরের অগ্রভাগে।।
ঠাকুরের পিছে পিছে যায় দশরথ।
পিছেতে 'মতুয়া' জুড়ে ঘাট মাঠ পথ।।
দশরথ গান করে নিজকৃত পদ।
সবে গায় তাহা প্রেমে হ'য়ে গদগদ।।
মহাপ্রভু পিছে যত ভক্তগণ ধায়।
ঠাকুরের সম্মুখেতে কেহ নাহি যায়।।
আগ্নেয় মেঘেতে যেন উল্কার পতন।
সবাকার কণ্ঠস্বর হ'তেছে তেমন।।
আগে পিছে ঠাকুরের বহু লোক ধায়।
জড়াজড়ি ধরাধরি ধরাতে লোটায়।।